কোটচাঁদপুরে নির্বাচনী আচরণ বিধি ও আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

তৃতীয় ধাপে অনুষ্ঠিতব্য ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করতে নির্বাচনী আচরণবিধি ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বিকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপনের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরোজ কুমার নাথ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান, কোটচাঁদপুর থানার অফিসার ইন্চার্জ মাহবুবুল আলম ও উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়াহিদ মুরাদ।

মতবিনিময় সভায় ৪ জন মেয়র প্রার্থীসহ সাধারণ কাউন্সিলর,সংরক্ষিত কাউন্সিলর, মিডিয়াকর্মী ও সমাজের সূধীবৃন্দ নির্বাচন সুষ্ঠু করতে তাদের মতামত দেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরোজ কুমার নাথ বলেন, ভোটের দিন ভোটাররা যাতে তাদের ভোটাধিকার নিবিঘ্নে প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করা হবে।

পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য পুলিশের যা যা করনীয় তা, করা হবে।

মতবিনিময় সভায় সূচনা বক্তব্য রাখেন সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ রোকুনুজ্জামান ।

দামুড়হুদা উপজেলায় ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে গৃহ হস্তান্তর

মুজিববর্ষ উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র উপহার ভূমিহীন ও গৃহহীণ পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান অনুষ্ঠান।

গতকাল শনিবার ২৩ জানুয়ারী সকাল সাড়ে ১০ টার সময় ভার্চুয়াল আলোচনা সভার মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে গণভবন হতে দেশের ৬৪ জেলার ৪৯২টি উপজেলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ৬৬ হাজার ১শত ৮৯ পরিবার কে ভূমিহীন ও গৃহহীনকে ঘর প্রদান কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন করেন।

সকল ঘরে বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানি সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি জমি ও বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেওয়া হয়েছে। দেশের গৃহহীন প্রতিটি মানুষ ঘর না পাওয়া পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলমান থাকবে।

দামুড়হুদা উপজেলা সভাকক্ষে,মুজিববর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতৃক ভুমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান, অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক জেলা প্রশাসক ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাফুজুর রহমান মন্জু, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত সিংহ, দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ সাহিদা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সদস্য ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ শফিউল কবির ইউসুফ, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মোঃ হযরত আলী সহ আরো অনেকে।

উক্ত অনুষ্ঠানে দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ৩২ টি পরিবারের মাঝে হস্তান্তর করা হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক বিশেষ এই উপহার।

আমরা-৯২ এর উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে আমরা-৯২ (একটি বন্ধু কল্যাণ সংগঠন) এস.এস.সি ব্যাচ আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম প্রধান অতিথি ও আলহাজ্ব শফি উদ্দিন সাবেক শিক্ষক আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্রবিতরণ করেন।

এ সময় আমরা -৯২ এর সভাপতি এস.এম কুতুব উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক আজিমুল হক লাভলুসহ আসাদুজ্জামান সেলিম, মোস্তাক, তোফাজ্জেল, রানা, শাহিন এবং ৯২ এর শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় গৃহহীনদের মাঝে ভূমিসহ গৃহ প্রদান

আশ্রয়নের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার এই শ্লোগানকে সামনে রেখে শনিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে গৃহহীনদের মাঝে ভূমি ও গৃহ প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনা।

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভূমিহীন এবং গৃহহীনদের মাঝে ভূমিসহ গৃহ প্রদান কার্যক্রমের প্রথম পর্যায়ের চুয়াডাঙ্গা জেলাতে ১৩৪ জন গৃহহীন এবং ভূমিহীনদের মাঝে গৃহ এবং ভূমি প্রদান করা হয়। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় ৩৪ জনকে এই ভূমি এবং গৃহ প্রদান করা হয়।

ভূমি এবং গৃহের দলিল ও চাবি তুলে দেয়ার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) আবু তারেক, উপজেলা চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস প্রমুখ।

আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন : প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে দেশের ৪৯২টি উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকা ঘরসহ বাড়ি হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান করতে পারা বড় আনন্দের।

শনিবার (২৩ জানুয়ারি) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমি ও ঘর প্রদান কর্মসূচির উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। এদিন দেশের ৪৯২ উপজেলার প্রায় ৭০ হাজার পরিবারকে পাকাঘর হস্তান্তর করেন তিনি।

শেখ হাসিনা বলেন, ‘আজকে আমার অত্যন্ত আনন্দের দিন। গৃহহীন পরিবারকে গৃহ দিতে পারছি, এটি আমার সবচেয়ে আনন্দের। আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানুষের কথাই ভাবতেন। আমাদের পরিবারের লোকদের চেয়ে তিনি গরীব অসহায় মানুষদের নিয়ে বেশি

ভাবতেন এবং কাজ করেছেন। এই গৃহ প্রদান কার্যক্রম তারই শুরু করা।’

এ সময় লাইভে যুক্ত ছিল খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা, চাপাইনবাবগঞ্জ সদর, নীলফামারীর সৈয়দপুর ও হবিগঞ্জের চুনারুঘাট উপজেলা। এছাড়াও দেশের সব উপজেলা অনলাইনে যুক্ত হয়।

মুজিববর্ষ উপলক্ষে আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় প্রায় নয় লাখ মানুষকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকাঘর উপহার দেয়া হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ঘর পেল প্রায় ৭০ হাজার পরিবার। আগামী মাসে আরো ১ লাখ পরিবার বাড়ি পাবে। অনুষ্ঠানে আশ্রয়ন প্রকল্পের তৈরি ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

প্রসঙ্গত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মুজিব শতবর্ষ পালন করছে সরকার। বছরটিকে স্মরণীয় করে রাখতে জাতির পিতার উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ভূমি ও গৃহহীন আট লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি পরিবারকে ঘর ও জমি দেওয়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। আজ উদ্বোধনের পর পর্যায়ক্রমে এ তালিকার সবাই এই সুবিধা পাবে।

উপকারভোগীদের মধ্যে যাদের জমি আছে, তারা শুধু ঘর পাবে। যাদের জমি নেই, তারা ২ শতাংশ জমি পাবে (বন্দোবস্ত)। দুই কক্ষবিশিষ্ট প্রতিটি ঘর তৈরিতে খরচ হচ্ছে এক লাখ ৭১ হাজার টাকা। সরকারের নির্ধারিত একই নকশায় হচ্ছে এসব ঘর। রান্নাঘর, সংযুক্ত টয়লেট থাকছে। টিউবওয়েল ও বিদ্যুৎ সংযোগও দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে থাকা আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এই কাজ করছে। খাসজমিতে গুচ্ছ ভিত্তিতে এসব ঘর তৈরি হচ্ছে। কোথাও কোথাও এসব ঘরের নাম দেওয়া হচ্ছে ‘স্বপ্ননীড়’, কোথাও নামকরণ হচ্ছে ‘শতনীড়’, আবার কোথাও ‘মুজিব ভিলেজ’।

সরকারের এই উদ্যোগ বিশ্বের ইতিহাসে নতুন সংযোজন বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এই প্রকল্পের পরিচালক মাহবুব হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে নতুন রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে। এটা বাংলাদেশের বিশাল অর্জন।’

[redacted]

[redacted]

পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ–সম্পর্কিত চুক্তি (টিপিএনডব্লিউ) স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার, বিকাশ, পরীক্ষা, উৎপাদন, মজুতকরণ, কেন্দ্র স্থাপন, স্থানান্তর ও হুমকি প্রদান নিষিদ্ধ। এসব লক্ষ্য অর্জনে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক কোনো চুক্তি। এটি এ পর্যন্ত ৮৬টি দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ৫১টি দেশ অনুসমর্থন করেছে।

আলমডাঙ্গা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির সম্পাদক মধুকে বহিষ্কার

আলমডাঙ্গা উপজেলা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

গতকাল সন্ধ্যায় এই জরুরী সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির সকল সদস্যের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মধুকে সাময়িকভাবে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, কিছুদিন আগে রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে র্যাবের হাতে ঢাকায় গ্রেফতার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা ফুটবল খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতির প্রধান উপদেষ্টা জনাব শেখ শরিফুল ইসলাম, সভাপতি জনাব এ্যাডঃ সিরাজুল ইসলাম লাল্টু, সহ-সভাপতি কাজী আলী আজগর সাচ্চু, সহ-সভাপতি প্রভাষক মিজানুর রহমান মিজা, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল, কোষাধ্যক্ষ সালাউদ্দিন গিলবার্ট, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান রেজা মুন্না, প্রচার সম্পাদক মনিরুজ্জামান, দপ্তর সম্পাদক শেখ জুয়েল, সদস্য- শাহীন, সানিসহ আরো অনেকে।

সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত সাধারণ সম্পাদক পদে সাময়িকভাবে দায়িত্ব পালন করবেন যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বল।
উক্ত সিদ্ধান্ত চুয়াডাঙ্গা জেলা খেলোয়াড় কল্যাণ সমিতি বরাবর পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা

আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে দলীয় কার্যালয়ে বর্ধিত সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গতকাল বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এ সভায় সভাপতিত্ব করেন, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদীর গনু।

এ সময় প্রধান অতিথি বলেন, আমি হাসান কাদীর গনু একজন ব্যক্তি, কিন্তু নৌকা আমাদের সকলের। দলীয় নেন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকা দিয়েছেন, আমি নেন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ, আমার নেতা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলেন এপির কাছে কৃতজ্ঞ এবং আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সকল নেতা কর্মীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। আমি মনে করি আমরা যে কয়জন দলের কাছে মনোনয়ন চেয়েছিলাম, তারা সকলেই মনোনয়ন পাওয়ার যোগ্য।

তবুও দলীয় মনোনয়ন বোর্ড আমাকে মনোনয়ন দিয়েছে, আশা করি আপনারা সকলেই দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারির পৌর সভা নির্বাচনে নৌকার পক্ষে কাজ করবেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি প্রশান্ত অধিকারি, জেলা বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, যুগ্ম-সম্পাদক কাজী রবিউল হক, সাংগাঠনিক সম্পাদক কাজী খালেদুর রহমান অরুন।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুকের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য শাহ আলম, সিরাজুল ইসলাম, পৌর যুগ্ম-সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, সহ-সভাপতি ডাঃ অমল কুমার বিশ্বাস, আমিনুল হক মোল্লা, সিরাজুল ইসলাম, রেজাউল হক তবা, মজিবুল হক, মহিদুল ইসলাম মুহিদ, উৎপল, দ্বীনেস কুমার বিশ্বাস, পরিমল কুমার, জাহাঙ্গীর আলম, শহিদুল হক মোল্লা, শাফায়েতুল্লা, কামাল হোসেন, সোনা উল্লা, পৌর ছাত্র লীগের সভাপতি নয়ন সরকার, শাহিন, সাকিব, অটলসহ সকল ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি সম্পাদক বৃন্দ।

বারোবাজারে বুড়িভৈরব নদীর উপর ব্রীজের সংস্কার জরুরী, জন দুর্ভোগ চরমে!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার ফুলবাড়ি গেট সংলগ্ন বারোবাজার ও কাষ্টভাঙ্গা ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বহমান বুড়িভৈরব নদীর উপর ব্রিজটি আশু প্রয়োজন। দীর্ঘ ১৮ মাসের অধিক সময় ধরে এই ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ে থাকার কারণে জন দুর্ভোগ চরমে উঠেছে।

স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার্থে ভাঙ্গা ব্রীজের পাশ দিয়ে কালীগঞ্জ এলজিইডির তত্ত্বাবধানে বাঁশের সাকো তৈরি করা হলেও তা এখন চলাচলের অনুপযোগী।

ব্রীজটি ভাঙা থাকার কারণে দীর্ঘ ৪/৫ কিঃমিঃ ঘুরে জনসাধারণকে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে। এই রাস্তাটি দিয়ে বারোবাজার, সাতমাইলসহ বিভিন্ন বাজার বা স্কুলে যেতে হলে অনেক বেগ পোহাতে হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দিরা বলেন, এভাবে আর চলতে পারছি না সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনারা একটু দেখেন।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও এলজিইডি কতৃপক্ষ একটু সুদৃষ্টি দিলে স্থানীয় জনগন ও দূরদূরান্ত থেকে আগত পথচারীদের কষ্ট লাঘব হবে

আলমডাঙ্গায় ৫ মাদকসেবীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৫ জনকে ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলি ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের এ জরিমানা করে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের খাসকররা গ্রামের দক্ষিণ পাড়ার মাঠের মধ্যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় মাদক সেবিদের আনাগোনা দেখা যায়।

এমন সংবাদের ভিত্তিতে তিয়রবিলা ফাঁড়ি পুলিশের আইসি সুব্রত বিশ্বাস সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে মদ সেবনের সময় ৫ জনকে আটক করে। আটকের বিষয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলিকে অবগত করেন। পরে নির্বাহী অফিসার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালতের মাধ্যমে খাসকররা গ্রামের উজ্জল আলির ছেলে ইকবালকে ১০ হাজার টাকা, মৃত আকবারের ছেলে আশাদুলকে ৫ হাজার টাকা, সিরাজুল ইসলামের ছেলে মহাম্মদ আলিকে ১২ হাজার টাকা, চাঁদ মোল্লার ছেলে সাগরকে ১০ হাজার টাকা, মান্নান হোসেনের ছেলে তরিকুলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

মোট ৫ জনকে ৪৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।